সংবাদ

তারিখ ... 31-DEC-2002
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দলীয়করণের আশঙ্কা

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫ বছরের জন্য ১০ হাজার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

☐ ২২ ও ২৩ বিসিএস স্থগিত হচ্ছে

রাশেদ আহমেদ ঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যেসব শূন্যপদ রয়েছে জরুরি ভিত্তিতে তার ২৫ ভাগ পদে সরাসরি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৫ বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেবার নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে।

জানা গেছে, চিকিৎসক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা মিলিয়ে সারাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ৪০ হাজার ৪শ' টি পদ শূন্য রয়েছে। এ পদের ২৫ ভাগ যোগ অর্থাৎ ১০ হাজার ১শ' ২ জন চাকরি পাবে। বিসিএস পরীক্ষা ছাড়াই এ নিয়োগ হবে, তবে নিয়োগের সময় আবেদনকারীদের প্রতিযোগিতামূলক ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। খুব শিগগিরই এ নিয়োগের সার্কুলার দেয়া হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। নিয়োগের এ প্রক্রিয়ায় দলীয়করণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে কোন কোন সরকারি কর্মকর্তা অভিমত দিয়েছেন। সোমবার বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে শূন্যপদে চুক্তিভিত্তিক এ নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাবে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে লোক নিয়োগের সার্কুলার হলে তাদের সে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং অগ্রাধিকার পাবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অধিকাংশ মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি এক সূত্র জানিয়েছে, দপ্তর ও অধিদপ্তরের অনুমোদিত ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৭শ' ৯টি পদের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৫৭ হাজার ৫শ' ২৩টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ২৫ হাজার ৯০টি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে ১৫ হাজার ৩শ' ১৮টি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৩ হাজার ৪শ' ৫১টি এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ১৩ হাজার ৪শ' ৬৫টি পদশূন্য আছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শূন্য পদে ২৫ ভাগ পদে নিয়োগ দেয়া হলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ৬ হাজার ২শ' ৭২ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে ৩ হাজার ৮শ' ২৯ সবমিলিয়ে ১০ হাজার ১শ' টি পদে নিয়োগ দেয়া হবে। এরা সরকারি বেতনবিধি অনুযায়ী বেতন পাবেন। সরকারি শূন্যপদে নিয়োগের জন্যে ২১, ২২ ও ২৩তম বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে এসব বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত ঘোষণা করে। পরে অবশ্য ২১তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। বিসিএস পরীক্ষা ছাড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরাসরি লোক নিয়োগ করার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এছাড়া ১০ হাজার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হলে এ প্রক্রিয়ায় সংখ্যাধিক্যের সৃষ্টি হবে। বৈঠক সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানায়, বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে লোক নিয়োগে বিলম্বিত হয় বলে জরুরি ভিত্তিতে সরাসরি প্রক্রিয়ায় এ নিয়োগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে এ নিয়োগ হবে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র থেকে জানা

নিয়োগ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

নিয়োগ ঃ চুক্তিভিত্তিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়, বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব, যুগ্ম সচিব ও সহকারী সচিবসহ প্রায় সাড়ে ৩শ' কর্মকর্তা ওএসডি আছেন। সরকার গত এক বছরে এদের ওএসডি করেছে। এ বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তাকে ওএসডি রেখে ১শ' ৫০ জন কর্মকর্তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে বিদেশী নাগরিকদের ভ্রমণ কর আরোপ করারও সিদ্ধান্ত হয়। তবে ডাকমাশুল বাড়ানোর প্রস্তাব নাকচ হয়। এতে করে ডাকমাশুল আর বাড়ছে না।